সংবাদ

তারিখ ... 12 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৮...

বিদেশ গিয়ে না ফেরা ৭৬ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিভিন্ন সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটি নিয়ে বিদেশ গিয়ে দেশে ফিরে আসছেন না বিপুলসংখ্যক শিক্ষক। এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত ও চাকরিবিধি লংঘনের অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী বিদেশ গিয়ে দেশে না ফেরার অভিযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ৭৬ জন

শিক্ষকের পৃ: ২ ক: ৪

শিক্ষকের : মামলা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর আওতায় বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫৭টি, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ (সংশোধনী অধ্যাদেশ ১৯৮৯সহ)-এর আওতায় বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১০টি এবং অন্যান্য আইনে মোট মামলার সংখ্যা ৫টি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিভিন্নভাবে ছুটি নিয়ে বিপুলসংখ্যক কলেজ শিক্ষক বিদেশে অবস্থান করছেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটি নিয়েছেন। কিন্তু ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে দেশে ফিরছেন না। তারা কাজে যোগদান না করায় কলেজগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। ফলে বিঘ্ন ঘটছে কলেজগুলোর নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রমে। এ নিয়ে অনেক কলেজের শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় অভিযোগ উঠলেও এসব বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল না। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে না ফেরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর এ পর্যন্ত ৭৬টি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিভাগীয় মামলাগুলোর মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরও দীর্ঘদিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ও দেশে ফেরত না আসার অভিযোগে ৫১ জন প্রভাষক, ১৮ জন সহকারী অধ্যাপক, ৫ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ৩ জন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। দায়ের করা বিভাগীয় মামলাগুলোর মধ্যে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য ৫৫টি মামলা এবং বাকি মামলাগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, দুর্নীতি ও অসদাচরণের জন্য করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১১টি মামলায়। প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে বেশিরভাগ মামলার বিষয়ে কোন তদন্ত করা যাচ্ছে না বলে সূত্র জানায়। অপরাধের গুরুত্ব জানিয়ে ৭২ জনকে প্রথম বারের মতো কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯টি মামলায় দ্বিতীয় বার কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে সূত্র জানায়।